# বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলাম

নিজের আদর্শ ও চেতনাবোধে স্থির কাজী নজরুর ইসলাম বাংলা কাব্যজগতের এক অনন্য শিল্পী, আমাদের জাতীয় কবি। কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে ( ১১ই জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ শে আগস্ট ( বাংলা ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ই ভাদ্র ) ঢাকার পিজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' থেকে সংকলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অত্যাচারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী সত্তার সগর্ব প্রকাশ 'বিদ্রেহী' কবিতা। কবি নিজেকে অভিহিত করেছেন- বিদ্রোহী বলে, বিশ্ববিধাতার বিদ্রোহী পুত্র হিসেবে। বীর ধর্মের প্রতীক কবি -চিরদুর্দম, দুর্বিনীত ও নৃশংস। মহা-প্রলয়ের নটরাজ তিনি। রূপ তাঁর সাইক্লোনের মতোই বিধ্বংসী। জাগতিক কোন বন্ধন বা নিয়ম, কানুন ও শৃঙ্খলের বেড়াজালে কবির বিদ্রোহী সত্তা আবদ্ধ নয়। কবির বিদ্রোহী সত্তা ঝড় তোলে অকাল বৈশাখীর মতো। কবির দৃষ্টিতে তিনি সৃষ্টি, ধ্বংস, লোকালয় বা শ্মশান: নিশাবসানও তিনিই। কবি অসাম্য সৃষ্টিকারী আইন মানেন না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি টর্পেডো বা ভাসমান মাইনের মতোই প্রত্যাঘাতী। বিদ্রোহী কবির একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, অন্য হাতে রণ-তুর্য- প্রেম ও দ্রোহের যুগপৎ প্রকাশ। কবি কুর্নিশ করেন কেবল নিজেকে- অন্য কাইকে নয়। তাঁর বিধ্বংসী রূপ-ফেরেশতা ইস্রাফিলের শিঙ্গার মতো, পিণাক-পাণি শিবের ত্রিশূলের মতো, দাবানল -দাহের মতো, পরশুরাম, ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বা চেঙ্গিস খানের মতোই বিধ্বংসী। তাঁর এই বিদ্রোহ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বঞ্চিত ও আর্তমানবতার পক্ষে িএবং শান্তির লক্ষ্যে। তাঁর এই বিদ্রোহী সত্তার কল্যণী রুপ মরু- নির্ঝরের মতো, গ্রিক দেবতা অর্ফিযাসের বাঁশীর মতো, শ্যামলীমার ছবির মতো প্রশান্তিদায়ক।

কবি পরাধীন জগকে উপড়ে ফেলতে চান- নবসৃষ্টির আনন্দে, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কবি সেদিন শান্ত হবেন, যেদিন -অত্যাচারীরা ধ্বংস হবে, উৎপীড়ন বন্ধ হবে, রণক্লান্ত হবেন তিনি।